আলমডাঙ্গায় একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মারামারির ঘটনায় পৃথক দুটি থানায় অভিযোগ

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আলমডাঙ্গার বাবুপাড়ার কাউসুল কাউনাইনকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৬ টার দিকে বাবুপাড়ার বিটেম মাঠ প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আফজাল হোসেনকে বাদী করে অজ্ঞাত ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকা বাবুপাড়ার ইফতেখারুলের ছেলে কাউসুল কাউনাইনের সাথে একই এলাকার কোর্টপাড়ার সিরাজুল ইসলাম তুফানের ছেলে আফজাল হোসেনের সাথে দীর্ঘদিন পূর্ব শত্রুতা চলে আসছিলো।
এর ঘটনায় গতকাল বুধবার বিকেল ৬ টার দিকে কাউসুল কাউনাইন আলমডাঙ্গার বিটিম মাঠ প্রাঙ্গণে গেলে তাদের লক্ষ করে আফজালসহ অজ্ঞাত কয়েকজন ব্যক্তি তাদের উপরে ইট নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় কাউসুল কাউনাইন ও তার খালাতো ভাই আবির মাহবুব গুরুত্বর আহত হয়। তারা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে।
এদিকে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে আফজাল হোসেন একই এলাকার সুমনকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। সুমন তার জীবন রক্ষার্থে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আফজালের এ অপরাধ প্রবণতার কারণে সুমন ও কাউসুল কাউনাইন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ গোপন আটক

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী সফল অভিযানে ১৫ পিচ ইয়াবা সহ গোপন আটক হয়েছে।
জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই তৌহিদুর রহমান শেখসহ সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স দামুড়হুদা খাঁপাড়ার হাশেম খাঁ’র ছেলে মাদকব্যবসায়ী আকিফুজ্জামান

ওরফে গোপন (৩৫) কে তার বসত বাড়ির শয়ন কক্ষ থেকে ১৫পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।
এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন -আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। আসামির বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, আটক-২

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে নিখোঁজ হওয়ার ২৮ দিন পরে পুকুর থেকে মমতাজ বেগম (৫৫) নামের এক নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার বিকালের দিকে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের দক্ষিণ কাটদহ এলাকার একটি পুকুর থেকে এ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মমতাজ বেগম ওই এলাকার মৃত ফজল বিশ্বাসের স্ত্রী। এ ঘটনায় হত্যার দায়ে মমতাজ বেগমের ছেলে মুন্না (২৮) ও দক্ষিণকাটদহ এলাকার ইয়াসিনের ছেলে রাব্বিকে আটক করে পুলিশ।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ এসে পুকুর থেকে বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম সান্টু জানান, তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং স্বামী ফজল বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে ছোট ছেলে মুন্নাকে নিয়ে বসবাস করতেন মমতাজ বেগম। ২৮ দিন ধরে মুন্নার মা মমতাজ বেগম নিখোঁজ ছিলেন।
কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হত্যার কারণ সম্পর্কে এখনো তেমন কিছু জানা যায়নি, পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

জীবননগরে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা

জীবননগর পৌর সভার লক্ষীপুর ব্রীজ মোড়ে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মুন্সী আঃ সামাদের সভােপিতত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল আবু রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ওসি(তদন্ত) ফৈরদৌস ওয়াহিদ, ওসি অপারেশন সুখেন্দু, জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কমিশনার জামাল হোসেন খোকনসহ আওয়ামী লীগ নেতা লিটন খান, আঃ কুদ্দুস, যুবলীগ নেতা ছমির খান, কামরুল, ছাত্রলীগ নেতা সুজন, লাভলুসহ এলাকার দুই শতাধীক নারী পুরুষ।
উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এস আই নাসিরুল আলম।

শৈলকুপায় পুলিশের ‘ওপেন হাউজ ডে’ অনুষ্ঠিত

“মুজিববর্ষের শ্লোগান, পুলিশ হবে জনতার“-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানা চত্বরে এক ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনতাসিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৈলকুপা সার্কেল মো: আরিফুল ইসলাম, শৈলকুপা থানা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান,

পৌরমেয়র কাজী আশরাফুল আজম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবেদ আলী, নায়েব আলী জোয়ার্দার, সাব্দার হোসেন মোল্লা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসপি মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও মাদকের সাথে আমাদের কোন আপোষ নেই। সে যে দলেরই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। মাদকের সাথে পুলিশের কোনো সদস্য যদি জড়িত থাকে তাহলে তাকেও আইনের আওতায় আনা হবে। আপনারা সবাই সচেতন হোন।

সন্ত্রাস ও মাদকের এই ভয়াল ছোবল থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের ঘুমাতে দেওয়া হবে না। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আমরা কাউকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করতে দিব না এবং আমার কোনো পুলিশ সদস্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না। আমি শৈলকুপা থানা থেকে মাদক নির্মূল এর কার্যক্রম শুরু করতে চাই। আমাদের উপর আস্থা রাখুন। আমাদের দায়িত্ব এই সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

ওপেন হাউজ ডে’র অনুষ্ঠানে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশ ও জনগণের ভূমিকা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, ট্রাফিক সচেতনতা ও মাদক বিরোধী আলোচনা করা হয়। সেই সাথে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যেকোন সংবাদ পুলিশকে জানিয়ে সহযোগিতার আহবান জানানো হয়।

এছাড়াও সমাজের অপরাধ দমনে পুলিশের পাশাপাশি জনগণের কি রকম ভূমিকা নেয়া উচিত সে সম্পর্কে মতামত শোনা হয়। এসময় অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণসহ প্রায় ৫০০ শতাধীক লোক উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু, কাউন্সিলর মুসা খাঁন, চাঁদ আলী মেম্বর, শহিদুল ইসলাম, শেখ সাদী, জাকির হোসেন, আফরোজা নাসরিন লিপি, মুক্তার আহমেদ মৃধা, আব্দুল আওয়াল, শামিম হোসেন, আমিরুল ইসলাম, গোলাম সরোয়ার প্রমুখ।

ঝিনাইদহে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কারিগরি দক্ষতা ও সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

ঝিনাইদহে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কারিগরি দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় ১০ দিন ব্যাপী শুরু হওয়া এ সেমিনারের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এম এ আরিফ সরকার, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকুসহ অন্যান্যরা।

সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ফরিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগের ৩০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পুলিশকে টহল গাড়ি হস্তান্তর করলো ঝিনাইদহ হাটগোপালপুরের ব্যবসায়ীরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ টহলগাড়ি হস্তান্তর করেছে।

গত মঙ্গলবার বিকালে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের কাছে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন ব্যবসায়ীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পদ্মাকর ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আটো রাইস মিলের মালিক তপন কুন্ডু, গোপাল কুন্ডু, আজাদ আমিন, জাহাঙ্গির হোসেন, মনির মন্ডল, লাভলু মিয়া, বাজার দোকান মালিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডা. এস এ জি মিল্টন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জাহিদুল ইসলাম।

এ সময় প্রধান অতিথি পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বক্ষণিক টহল গাড়ি কাজ করবে।

এক অসহায় নারীকে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের ঔষধ প্রদান

অসহায় খাদিজা খাতুন (৬০) কে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার। প্রতিদিন পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার কার্যালয়ে ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাজির হন নানা শ্রেণী পেশার বিভিন্ন বয়সী অসহায় মানুষ।

খাদিজা খাতুন (৬০), স্বামী-মৃত বাদল, সাং-মোচাইনগর, থানা- আলমডাঙ্গা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা তাদেরই একজন। তিনি কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানাতে পুলিশের কাছে আসেননি। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি একটুখানি আশা নিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে আসেন।

ভরণ-পোষণ দেওয়ার মত স্বামী কিংবা সন্তান তার নাই। পুলিশের মানবিকতাই তাকে পুলিশ সুপারের কার্যালয় পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে। প্রয়োজন কিছু ঔষুধের। চাহিদা খুবই কম। কিন্তু এই সল্প চাহিদা পূরণের ভরসাস্থল তার অজানা।

অশ্রুসিক্ত দুটি নয়নে অসহায়ের মত পুলিশ সুপারের সামনে হাজির হলে পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম তাকে মায়ের সম্মানে কাছে টেনে নেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শোনেন তার দুঃখের কথা। তাৎক্ষণিকভাবে খাদিজা খাতুনের প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনে দেন তিনি এবং আশ্বস্ত করেন চুয়াডাঙ্গাবাসীর যে কোন প্রয়োজনে পুলিশ সুপারের দুয়ার ২৪ ঘন্টা খোলা আছে।

পুলিশ সুপার বলেন, সমাজের সর্বস্তরের সামর্থ্যবান মানুষ যদি অসহায় সুবিধা বঞ্চিতদের দিকে একটু সুদৃষ্টি দেয়, তাহলে আমাদের সমাজে সুবিধা বঞ্চিতদের মুখেও হাসি ফোটানো সম্ভব। এ সময় তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে জাহাঙ্গীর আলম এর যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে জাহাঙ্গীর আলম (সদর সার্কেল) কে ফুলেল শুভেচ্ছা ও গিফট দিয়ে বরণ করে নেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

আজ সোমবার সকাল দশ টার সময় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এই শুভেচ্ছা জানানো হয়

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দামুড়হুদা সার্কেল জাহাঙ্গীর আলম ৩০তম বিসিএস ক্যাডারে সহকারি পুলিশ সুপার হিসাবে গত ০৩/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানাধীন আঙ্গারপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

জীবননগরে কন্যা শিশুর পরিবারের হাতে পুলিশ সুপারের উপহার

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের ব্যতিক্রম উদ্যোগ কন্যা সন্তান হলে ফোন করুন পৌঁছে যাবে উপহার।

তারই ধারাবাহিকতায় জীবননগর উপজেলায় ১০টি সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যা শিশুর পরিবারের হাতে ফুল ও নতুন পোশাক পৌঁছে দেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম।